খুচরোকথা - ১০

মানবতাবাদ নিয়ে কূটকচালী ও ধার্মিকগন

৫ অক্টোবর ২০০৬

নন্দিনী হোসেন

আহ শান্তি ! দীর্ঘ সাত আট মাস পর একটা এসাইনমেন্ট শেষ হয়ে গেলো আজ। তাই আপাতত হাতে কিছুটা সময় পাওয়া গেছে লেখার জন্য। অনেকদিন ধরেই ভেবে রেখেছিলাম এই দিনটা যখন আসবে - তখন যতটা সম্ভব লেখালেখিতে ব্যয় করবো। যদিও পরিকল্পনা মতো কিছু সচরাচর হয়ে উঠেনা আমার। অনেক সময়ই দেখা গেছে পরিকল্পনা করে রেখেছি এক ঘটেছে ঠিক তার উলটোটা। এসবের মধ্যেই পাল্লা দিয়ে চলতে হয়। এ ছাড়া উপায়ইবা কি। সময়কে টেনেটুনে লম্বা করার কোন যন্ত্র যদি আবিস্কার করা যেতো ! যাকগে। আজ আমার এই যৎকিঞ্চিত নিবেদন আবিদ সাহেবের 'আস্তিকতা, নাস্তিকতা ও মানবতাবাদের ভুল সমীকরন' নামক লেখাটির প্রেক্ষিতে লেখা।
(http://www.satrong.org/content/religion/Atheism_Humanity_Abid.pdf)
যদিও তিনি 'সঙ্গত' কারণ দেখিয়ে লেখকদের নাম উল্লেখ করেননি - তারপরও যেখানে লেখার লাইন গুলো হুবহু তুলে দিয়েছেন সেখানে লেখকের নাম বলা না বলায় কিইবা আসে যায়। তাদের একজন যেহেতু আমি কারণ, তাঁর লেখায় আমার বর্ণিত লাইন গুলো 'কোট' করা ছিল- তাই আজ আমি মানবতা নিয়ে আমার ব্যক্তিগত ধারণাটি আরো খানিকটা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরতে চাই। তবে লেখার মুল বক্তব্যে যাওয়ার আগে একটি কথা স্বীকার করে নিতে চাই - ইন্টারনেটের লেখালিখির জগতে যেসব বাঙ্গালী/বাংলাদেশী সাচ্চা মুসলমানগন বিচরণ করেন তাদের মধ্যে আবিদ সাহেব হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক। তাঁর লেখা যথেষ্ট আগ্রহের সাথেই পড়ি। তিনি আমার একজন প্রিয় লেখকও বটে। এবার মূল প্রসঙ্গে আসি। মোটামোটি শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে কেউ নীচের লাইনগুলো জানেন না এমনটা মনে হয় সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তা হচ্ছে,

'সবার উপর মানুষ সত্য তাহার উপর নাই' ।

উপরে বর্ণিত এই বানীগুলোর মর্মার্থই আসলে আমার জীবন দর্শন। সারাজীবন এই দর্শনই আত্বস্ত করার চেষ্টা করে এসেছি, এখনও করছি এবং বাকী জীবনও হয়ত করবো। বইপুস্তক থেকে আমরা প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো শিখি বটে তার কিছু মাথায় থাকে, কিছু থাকে না - কিন্তু বেশীরভাগ বিষয়ই আত্বস্ত করি নিজের জীবন থেকে, পরিপার্শ্ব থেকে। অন্তত এটা আমার উপলব্ধি। আজ থেকে প্রায় দুই দশক আগে লন্ডনের একটা কলেজের ফর্মাল কিছু ফর্মে রিলিজিয়ন শব্দটির জায়গায় লিখেছিলাম 'হিউমেনিষ্ট'। এখনও তাই আছি। হা আমি নাস্তিক। একজন আস্তিকের সাথে মানবতাবাদ কেন পুরোপুরি খাপ খায় না তা আপাত দৃষ্টিতে তুচ্ছ কিছু বিষয় উল্লেখ করে দেখাব। আমি আমার চারপাশ থেকে, জীবন থেকে যা দেখে এসেছি এখনও প্রতিনিয়ত দেখতে হচ্ছে তারই কিছু তুলে ধরবো। তাতে অবশ্যই ইসলাম ধর্মের প্রসঙ্গই আসবে বার বার কারণ, 'একসিডন্টলি' এই ধর্মানুসারীদের ঘরে জন্মেছি বলে তাদের ব্যাপারটা যত জানি - অন্যের ঘরে উকি মেরে তার সিকিভাগও জানা হয়ত সম্ভব নয়। যদিও যেকোন ধর্মের অন্তপ্রাণ ধার্মিকদের মনের খবর আচ করে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়

কারো। কারণ মানব সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মবাদীদের তান্ডব বারে বারেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছি।

সে মুসলমান ধার্মিক হোক, হিন্দু হোক, খৃষ্টান হোক তাতে কিছু যায় আসে না। আমরা যদি সাম্প্রতিক কালের কিছু ছবি মনের আয়নায় জড়ো করে করে একটা কোলাজ বানাই - দেখতে পাবো ঘৃনার স্তর বিন্যাসের মধ্যে পর ধর্ম বিদ্বেষ হচ্ছে সবচেয়ে আগ্রাসী এবং নিম্ন স্তরের। তার সাথে যদি 'বেহেস্ত' নামক এক রূপকথাকে জুড়ে দেওয়া যায় - তাহলে সেই বিদ্বেষের মাত্রা কোথায় গিয়ে শেষ হয় তা তো আমরা হরদমই প্রতক্ষ্য করছি। কিছু কিছু ঘটনার পিছনে রাজনীতি থাকলেও এটা তো স্বীকার করতেই হবে 'ধর্ম' কে যত সহজে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায় মানুষ হত্যায় - তা অন্য কিছুতে এতটা ব্যাপক ভাবে সম্ভব নয়। সেখানে কোথায় সভ্যতা, কোথায় মানবিকতা আর কোথায় মানুষ ? বেশী দুরে যেতে হবে না, আমাদের উপমহাদেশের মানুষের আচরনই তার বড় প্রমান। চিরচেনা মানুষ মুহুর্ত্যেই চিরশত্রুতে পরিণত হয় ! উন্মাদ হয়ে উঠে একে অপরের রক্তের নেশায় ! ধর্ম ধর্ম করে যত মানুষ এ যাবত একে অপরের প্রাণ নিয়েছে, যতটা ঘৃণা, বিদ্বেষ , মহামারীর মতো পৃথিবীর মানুষের মন এবং মগজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে - যত অযৌক্তিক, সভ্যতা ও প্রগতিবিরোধী কাজ করে চলেছে মানুষ - তার তুল্য নমুনা কি আর কিছুতে খুঁজে পাওয়া সম্ভব?

আমি যখন 'হিউমেনিষ্ট' শব্দটি নিজের ধর্ম পরিচয়ের বদলে ব্যবহার করেছিলাম তখন পৃথিবী আজ থেকে অনেকটাই ছিল ভিন্ন। 'ইসলামিক টেররিষ্ট' শব্দগুচ্ছের রমরমা বাজার তখন আজকের মতো ছিল না অবশ্যই। ৯/১১, বুশ, লাদেন, ব্লেয়ার ,আফগানিস্তান, ইরাক ইত্যাদির সংমিশ্রনে আজকের পৃথিবীর এই জগাখিচুরী মার্কা অবস্থার কথা সেদিন হয়ত দুঃস্বপ্নেও কেউ ভাবেনি। বহুলশ্রুত ও জনপ্রিয় নাস্তিক/আস্তিক /মানবতাবাদী/ইসলামিষ্ট এই শব্দগুলোরও তেমন ব্যাপক পরিচিতি ছিল না বলেই আমার যতদুর ধারণা। বিশেষ করে আমাদের বাঙ্গালী সমাজে। বামপন্থিদের রমরমা ভাব কমে এলেও তখনও দুঃস্বপ্নে কেউ ভাবেনি একদিন রাশিয়ার সমাজতন্ত্র তাসের ঘড়ের মতই হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়বে। বার্লিন ওয়াল হয়ে যাবে শুধুই স্মৃতি। পুর্ব ইউরোপের দেশগুলো ঝেঁটিয়ে বিদায় করবে সমাজতন্ত্রের খোলস। এত কথা বলার কারণ আমি এবং আমার মতো অনেকেই তখন প্রভাবিত ছিলেন বামপন্থিদের দ্বারা। আজ বলতে দ্বিধা নেই আমি নিজেকে প্রচলিত ধর্ম ভাবনার বাইরে নিয়ে এসে শুধুই 'মানুষ' নামক প্রজাতির কাতারে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছিলাম তাদেরই জন্য। আজ আমরা বাঙ্গালীরা 'বাদ' হিসেবে যতই বামপন্থাকে গালাগালি করি না কেন - বাঙ্গালীদের মধ্যে উদার, আধুনিক, প্রগতিশীল মনন গঠনে প্রাথমিক ভাবে ঋণি কিন্তু বামপন্থার কাছেই। পরের ইতিহাস যাই হোক না কেন।

ধার্মিকগনঃ- আমার আশে পাশে ধর্ম কিছু কম দেখিনি আমি। জন্ম থেকে শৈশব কৈশোরের অর্ধেকটা সময় কেটেছে এমন একটা পরিবেশে যেখানে মুসলমান, হিন্দু পাশাপাশি বাস করতো। আমার নিজের পরিবারটাই ছিল সেরকম। আমার মা বাবার পারিবারিক পটভুমি ছিল পুরো বিপরীত। মায়ের পরিবার ছিল অনেকটাই কট্টর মুসলিম। তাঁরা বাংলা বলতেন বটে তবে সত্যি বলতে কি আমার কানে তা কিম্ভুত শুনাত ! উর্দু আরবী শব্দের ছিল প্রাচুর্য্য। আবার বাবারদিকে ছিল উলটোটা। অন্যদিকে যেমন শবেবরাত পালন করতে দেখেছি তেমনি একই সাথে পুজোর প্রাসাদ খেয়েছি। বারো মাসে তেরো পুজো-পার্বন দেখে বড় হয়েছি। দুর্গো-পুজোয় সারাদিন বসে বসে প্রতিমা গড়া দেখে দেখে অপেক্ষা করেছি পরেরবারের পুজো কত তাড়াতাড়ি আসবে। ঈদের দিনে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পিঠা-পায়েস-সেমাই বিতরণ দেখে এটাই স্বাভবিক বলে ধরে নিয়েছি। আমাদের ছিল অসম্ভব সুন্দর

মিলিত এক সংস্কৃতি। কখন ও তাকে আরোপিত কিছু মনে হয়নি, মনে হয়নি চাপিয়ে দেওয়া কিছু।

কথা প্রসঙ্গে এসেই যায় আজকের বাংলাদেশের চিত্র। যখনই দেশে যাই দেখি এক অদ্ভুত অবস্থা। আরবীয় তথা ওয়াহাবী সংকৃতি আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার এক আগ্রাসী প্রচেষ্টা চলছে সর্বত্র। সাধারণ মানুষ বুঝে না বুঝে, জেনে না জেনে এই বিজাতীয় সংস্কৃতি ধর্মের নামে অনুকরন করছে। কিম্ভুত সব আরবীয় পোষাক পরছে যেসবের সাথে বাংলার বা বাঙ্গালী মুসলমানের পোষাকের কোন সম্পর্ক নেই। আমাদের শৈশব কৈশোরে বোরকা নামক এক ধরনের বস্ত্রের প্রচলন ছিল বাঙ্গালী মুসলমান নারীদের জন্য - তাও খুব কম মহিলাদের পরতে দেখতাম। আর এখন দেশের এমন কোন জায়গা অথবা ক্ষেত্র নেই যেখানে হিজাব ধারী এমনকি শুধু চোখ দুটো ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না এমন সব আলখাল্লা জাতীয় পোষাক দিয়ে নিজেদের ঢেকে রাখে। এদের চিনতে সত্যি খুব কষ্ট হয়। বাংলার মাটি-সংস্কৃতি থেকে উঠে আসা সাধারণ বাঙ্গালী ঘরের নারী বলে তাদের চেনা যায় না। যতবার দেশে গেছি প্রতিবারই এদের বিপুল বাড়-বাড়ন্ত দেখে ভয়ানক ভাবে চমকে গেছি। মনে একটাই প্রশ্ন জেগেছে এরা আসলে কারা ? কি এদের পরিচয় ? প্রতিবারই মনে হয়েছে এরা যেন চক্রবৃদ্ধি হারে বংশবিস্তার করে চলেছে। তাদের পেছনে কারা আছে, কাদের ইন্দনে ও সক্রিয় সহযোগীতায় বাংলাদেশকে আজ উলটো পথে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে - তা এখন দিনের আলোর মতই স্পষ্ট। যাক সে এক ভিন্ন প্রসংগ। আমার আজকের লেখার বিষয় ঠিক তা নয় বলে এখানেই ক্ষান্ত দিলাম।

আপাত দৃষ্টিতে একজন ভালো মানুষকেও ধর্ম কিভাবে খন্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, অনুদার, ও অসহনশীল মানুষে পরিনত করে সে ব্যাপারেই কিছু আলোকপাত করব। অবশ্য এই দৃষ্টিভঙ্গি একজন নাস্তিকের মধ্যেও থাকতে পারে - তবে মাত্রাগত তুলনায় খুবই কম। যাক যা বলছিলাম। সেই ছোটবেলায় একটা বিষয় আমার মনে গভীর ভাবে দাগ কেটেছিল। আমার বাবার দিকের নিকট আত্মীয়রা হিন্দু মুসলমান দুই ভাগে ভিবক্ত হলেও পাশাপাশি বাস করতেন। এমনিতে হরিহর আত্মা ! বাইরে থেকে কিছু বোঝার উপায় ছিল না। এমনি মিলমিশ ! কিন্তু বাইরের এই আবরনটা খুব সুক্ষ্মভাবে হলেও খসে পড়ত যখন মাগরীবের নামাযের সময় হলে একই সাথে আজান পড়ত ও কাসর ঘন্টা এবং উলুধ্বনি বাজত । আমি এই বাক্যটি একাধিকবার শুনেছি, ‘উফ হানুদ (আমাদের এলাকায় প্রচলিত শব্দ হিন্দুদের তুচ্ছার্থে) জাতের জ্বালায় নামায কালাম পড়ারও উপায় নেই’ (সাথে আরও অন্যান্য কটুক্তি যা আর উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করছি না) ! অথচ এরাই আবার অন্য মানুষের সাথে আত্মীয়তা করতে গেলে অথবা যে কোন বংশ প্রসঙ্গে কথা উঠলেই গর্ব করে নিজেদের পরিচয় দিতেন এই বাক্যগুলো বলে ‘আমরা তো আর অন্য মুসলমানদের মতো ডোম - ডোকলা (হিন্দু নীচুজাত বোঝাতে এই একটিই শব্দ ব্যবহার করা হতো) থেকে মুসলমান হইনি ! তারপর শ্রুতা তাঁর বংশের বৃত্তান্ত শুনতে চান অথবা না চান তিনি সবিস্তারে তার ইতিহাস শুনিয়েই ছাড়তেন ! এইসব দেখে দেখে তখন থেকেই সত্যি বলতে কি ধার্মিক মানুষদের এই দ্বিমুখিতা দেখে বেদনাবোধ করতাম । এরা কিন্তু প্রচলিত অর্থে কট্টর ধার্মিক বলতে যা বোঝায় তা ছিলেন না। ধর্ম নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করা তো দুরে থাক। মানুষ হিসেবে এদের কাউকেই প্রচলিত ‘খারাপ’ এর সজ্ঞায় ফেলা যাবে না। ধর্মের শৃংখলে আবদ্ধ না থেকে তারা যদি শুধুই মানুষ হিসেবে অন্য ধর্মের মানুষকে বিবেচনা করতেন - তাহলে এই ধরনের মনতব্য করতে অবশ্যই লজ্জা পেতেন। হয়ত অনেক সময় তারা এসব মনতব্য, কটু কাটব্য সচেতনভাবেও করেন না। কিন্তু তারপরও দেখা যায় ‘নিজের ধর্মই শ্রেষ্ঠ এবং অন্যদেরটা যত্তসব উটকো ঝামেলা’ এই মানসিকতার উর্ধ্বে উঠা বেশীর ভাগ ধার্মিকের পক্ষেই সম্ভব হয় না। তা তিনি যে ধর্মেরই হোন। শুধু মাত্রার তারতম্য হতে পারে।

এখানে একটা ছোট্ট ঘটনা উল্লেখ করার লোভ সামলাতে পারছি না। একবার আমি এই ধরনের কিছু কটু মনতব্য হিন্দুদের উদ্দেশ্যে শুনে খুবই নির্দোষ একটা কথা মুখ ফস্কে আমার এক নিকট আত্মীয়কে বলে ফেলেছিলাম। 'ওদের কাছে নিজেদের ধর্ম নিশ্চয় শ্রেষ্ট হবে, যেমন তোমরা নিজের ধর্মকে মনে করো, আসলে শ্রেষ্ট কোনটা' ? কথাটি শুনে তিনি আমার দিকে এমন কটমট চোখে তাকিয়েছিলেন ! রেগেমেগে বিড়বিড় করে বলেছিলেন ' মরলে বোঝবে মজা কে শ্রেষ্ঠ ! ভাগ্যিস মুসলমান হয়ে জন্মেছিলাম' ! কথাটি শুনে আমি আবার বলে ফেলি, 'আজ পর্যন্ত মারা যাওয়ার পর কেউ কি ফিরে এসে বর্ণনা দিয়েছে কিছু'?! এই সব উলটাসিধা প্রশ্ন না চাইতেও মুখ ফস্কে বের হয়ে যেত ! তাতে স্বাভাবিক ভাবেই অন্য পক্ষের প্রতিক্রিয়ার মাত্রাটা একটু বেশই হতো। কিন্তু এই ধরনের প্রশ্নগুলো যে কারো মাথায় আসা অতি স্বাভাবিক তা ধার্মিকরা মানতে রাজী হন না। তাদেরই বা কি দোষ। প্রকৃত ধার্মিক হতে হলে নিশ্চয় ধর্মগ্রন্থে যেমন যেমন নির্দেশ আছে অথবা নবী পয়গাম্বররা যা যা আদেশ, নিষেধকরে গেছেন অনুসারীদের জন্য-ধার্মিকরা তাই পালন করছেন মাত্র ! মুসলমানদের কাছে তাই বিধর্মীরা অতি অবশ্যই কাফির ! যাদের সাথে চলাফেরা , উঠাবসা, খাওয়া দাওয়া সবই 'নাজায়েজ'। এখানে কি মানবতার কোন ছিটাফোটা আছে ? নাকি ধার্মিকদের জন্য মানবতার সজ্ঞাটা ভিন্ন - যা শুধু নিজের ধর্মের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ ? আমি আমার আজকের এই লেখায় প্রথমেই উল্লেখ করেছিলাম আপাত দৃষ্টিতে 'অনুল্লেখযোগ্য' বিষয় গুলো নিয়েই কথা বলব। 'মানবতার' ধরন 'ধার্মিক মানবতাবাদী' দের কাছে কেমন তা বোঝাতে। যেমন এই ব্রিটেনে আমি সব সময়ই দেখি মুসলমানরা তা তিনি বাঙ্গালী বাংলাদেশী অথবা পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশের মুসলমানই হোন না কেন - তারা কখনই তাদের পুরনো বাড়তি বা অবব্যহৃত জিনিষপত্র, কাপর চোপড় ইত্যাদি 'অক্সফাম' বা এই ধরনের কোন সংস্থাতে দেন না। যে কোন সাহায্য তারা দান করেন মুসলিম চ্যারিটিগুলোতে। হ্যা এটা অবশ্যই তারা করতে পারেন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কিন্তু অবাক লাগে তখনই যখন তাদের কাউকে জিজ্ঞেস করি 'অক্সফামে' কিছু তো দিতে পারেন, দেন না কেন ? তখন তাদের সোজা উত্তর , বিধর্মীদের দেব না !সবাই মসজিদে নিয়ে যান সব জিনিষ পত্র যাতে বিধর্মিদের হাতে কিছুই না যায় ! তাদের ধারণা অক্সফাম বা এই জাতীয় কিছুতে দান করলে সবই বিধর্মীরা পাবে ! আর তাতে হয়ত তাদের বেহেস্তের ভাগ কিছু কম পরে যাবে ! হায়রে ধর্ম ! হায়রে মানুষ !! হায়রে মানবতা !!!

প্রতিটি পদক্ষেপে এই যে মানসিকতা- এই যে মানুষ কে মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে ধর্ম দিয়ে ভাগ করে ফেলা তা দিয়ে কি কখনও মানবতাবাদী হওয়া যায়? সেদিন দেখলাম আমার জানা এক বাঙ্গালী ভদ্রমহিলার ছেলে, সহপাঠি এক ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করবে ঘোষনা দেওয়াতে - নিজে প্রায় নাওয়া খাওয়া ছেড়েছেন। অবশেষে এই বলে নিজেকে শান্তনা দিচ্ছেন যে, 'খ্রীষ্টান বিয়ে করা জায়েজ আছে, তবে হিন্দু কোনমতেই বিয়ে করা যাবে না'। আমি হেসে বললাম তাহলে আর এত ভাবছেন কেন আপনার ছেলে তো আর হিন্দু বিয়ে করছে না ! এ প্রসঙ্গে মনে পরে গেলো এই সেদিন একটি মুসলমান মেয়ের ইন্ডিয়ায় পালিয়ে গিয়ে হিন্দু একটি ছেলেকে বিয়ে করায় যে দুন্ধুমার লঙ্কাকান্ড শুরু হলো, যেনো বিয়েতো নয় কোন যুদ্ধ ! এখানকার একটা বাংলা পত্রিকায় দেওয়া এ সম্পর্কিত খবরের একটা লাইন উল্লেখ করছি, 'মেয়েটি কাদের প্ররোচনায় এমন একটি জঘন্য, ঘৃনিত কান্ড ঘটাতে সাহসী হলো তা খুঁজে বের করতে হবে...'! এই লাইনটি পড়ে হাসব না কাঁদবো ভেবে পাচ্ছিলাম না ! ভালোবেসে বিয়ে করা কোন পর্যায়ের 'জঘন্য, ঘৃনিত ' কান্ড একটু কি 'ধার্মিক মানবতাবাদিরা' বুঝিয়ে দেবেন ?

ইসলাম নাকি এক সম্পুর্ণ ‘জীবন বিধান’। এই জন্যই বোধ করি মুসলমানরা এই বিধানের বাইরে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুই বিচার করেন না। যা করেন সবই ‘বিধান’ অনুসারে। যেখানে অন্যরা অনেকটাই আজ তাদের ধর্মীয় বাড়াবাড়ি থেকে নিজেদের মুক্ত করে নিয়েছেন- সেখানে মুসলমানরা হাচিঁ-কাশি দিতেও ‘সম্পুর্ন জীবন বিধান’ খুলে বসেন। পায়ের গোড়ালী থেকে ক’ইঞ্চি উপরে কাপড় পরিধান করবেন থেকে শুরু করে কি যে নেই সেই বিধানে সেটাই গবেষণার বিষয়। বেশ কিছু দিন আগে উম্মে মুসলিমার একটা লেখায় পড়েছিলাম বাংলাদেশের টিভি চ্যানেলে ইসলাম বিষয়ক নানা প্রশ্নের জবাব কি করে মওলানারা দেন তা নিয়ে। আমি তাঁর সাথে সম্পুর্ন একমত। এখন যেহেতু বিদেশে বসেও বাংলাদেশের প্রাইভেট চ্যানেল গুলো দেখা যায় - তাই কয়েক দিন শুক্রবার রাতে চ্যানল আইয়ের ধর্ম বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করেছিলাম। ভেবেছিলাম এই যুগে এসে ধর্ম বিষয়ক প্রকাশ্য অনুষ্ঠান বাংলাদেশে ঠিক কি প্রচার করে একটু দেখি। কয়েক সপ্তাহ খুব মন দিয়ে সব শুনে আমার একটাই শুধু উপলদ্ধি কোন সুস্থ্য মানুষ ধর্মের নামে এসব শুনতে পারে না। মেনে চলা তো দুরস্থান !

যেভাবে মওলানারা অন্য ধর্মানুসারীদের বিরুদ্ধে বিশোদ্গার করেন, তাদের সাথে উঠতে-বসতে নিষেধ করেন, বলার সাথে সাথে ঘৃনায় নাক মুখ কোচকান তা দেখে সত্যি আমি বিস্মিত ! বার বার একটা কথা মনে হয়েছে অন্য ধর্মের মানুষ যদি খানিক্ষনও এই অনুষ্ঠান দেখে তাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে অথবা হয় ? নিজের ধর্ম প্রচারের নামে, শিক্ষা দেওয়ার নামে এটা তো পরিস্কার অন্যধর্মের মানুষের ‘ধর্মানুভুতিতে আঘাত’ দেওয়া ! নাকি অন্যধর্মের কারো ‘ধর্মানুভুতি’ থাকতে নেই ! এসবের নাম কি মানবতা নাকি জোর করে নিজের ধর্ম অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার স্বেচ্ছাচারিতা ? এক দেশে কি শুধু একই ধর্মের মানুষ বাস করে? অন্য ধর্মের সংখ্যালগু নাগরিকদের ‘ধর্মানুভুতিতে আঘাত’ দেওয়ার অধিকার কোন রাষ্ট্রের অথবা তার প্রচারযন্ত্রের কি থাকা উচিত ? রাষ্ট্রে কি সব নাগরিকের অধিকার সমানভাবে সংরক্ষিত থাকবে, নাকি শুধুই সংখ্যাগুরুদের ‘মগের মুল্লুক’ চলবে?

অন্য সবকিছু বাদই দিলাম, এই ধরনের একটা চ্যানেলে যেখানে শিক্ষিত অশিক্ষিত হাজার হাজার মানুষ অনুষ্ঠানটা দেখে কোরানের তাফসীর শোনার নামে - তারা যদি কোরানের ‘তথাকথিত’ ঘুরপ্যাচ আর মারিফতি মার্কা অর্থ বুঝতে না পেরে মওলানাদের তাফসীর অনুযায়ী বেহেস্ত পাওয়ার আশায় বিধর্মীদের প্রতি অন্তরে সতত ঘৃণা বয়ে বেড়ায়- সে মানুষ অথবা জাতি কি কখনও নিজেদের মানবিক বলে দাবী করতে পারে ? ঘৃনা শুধুই যে মুসলমানদের মনেই আছে আর অন্যেরা সব ধোয়া তুলসীপাতা তা নয় ! ধর্মের ধ্বজাবহন কারীদের মনে একই বিষ বিদ্যমান। অর্থাৎ ধার্মিক হতে গেলে এসব ছোঁয়াছোয়ি বাচ বিচার এসেই যায় কম অথবা বেশী । সেখানে মানবিকতা তো দুরের কথা , মানুষই তো নেই ! আছে একটাই, আর তা হচ্ছে ধর্ম ধর্ম এবং ধর্ম। ‘ধর্ম’ ইংরেজী রিলিজিয়ন এর সঠিক বাংলা হয়ত নয় তারপরও এই শব্দ দিয়েই আমাদের চালাতে হচ্ছে অন্য কোন প্রতিশব্দ না থাকায়। ‘রিলিজিয়ন’ বললেই আসলে সঠিক শুনায়।

তবে হ্যা ‘সুফিবাদে’ মানবতার ব্যাপার গুলো আছে। কারণ সেখানে রিচ্যুয়াল স্বর্বস্ব ধর্মের গন্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে জানার কথা বলা হয়েছে। মানুষ পরিচয়ই সেখানে বড়। অবশ্য ইদানীং বাংলার মাটি থেকে সুফিবাদকে নিশ্চিন্ন করার পায়তারা চলছে । সেখানে এখন শুধুই ওয়াহাবীদের জয়-জয়কার। পাকিস্তান ভাঙ্গার শোধ এভাবেই এখন শুধে আসলে উসুল করা হচ্ছে !

পরিশেষে শুধু একটা কথাই বলি, মানব সভ্যতার প্রারম্ভ থেকে যুথবদ্ধভাবে বিরূপ প্রকৃতির সাথে লড়াই করে টিকে আছে মানুষ। সভ্যতা টিকিয়ে এবং এগিয়ে নিয়ে গেছে এই যুথবদ্ধতা - কিন্তু আজকের যুগে ধর্মের নামে বল্গাহীন, অপরিণামদর্শী এই বাড়াবাড়ি প্রকৃতি কি সইবে? যুথবদ্ধতা ততক্ষনই ভালো যতক্ষন পর্যন্ত তা সমাজের, তথা মানুষের উপকারে আসে।

মানবতাবাদ নিয়ে আর কোন প্যাচাল পাড়ার ইচ্ছা আমার নেই। আপাতত এখানেই শেষ করছি। আশাকরি ধার্মিক মানবতাবাদিরা বোঝতে সক্ষম হবেন কোথায় ধর্মের সাথে মানবতাবাদের ধন্ধ। নিজেরাই একটু গভীরভাবে বিষয়টা খোলা মনে ভেবে দেখলে - ফলাফলটা কি দাঁড়ায় হয়ত দেখতে পাবেন।

কল্যান হোক সকলের।